২৯-০৩-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার কর্ম ও গুণগুলির কথা অবশ্যই স্মরণে রাখবে তোমরা, তা স্মরণে থাকলেই তোমরাও বিকর্মাজীত হতে পারবে এবং বিকারের ময়লা-আবর্জনাগুলিও ভষ্ম হবে"

প্রশ্ন :- অতি সহজেই কোন্ বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞানের ধারণা জন্মে ?

উত্তর :- ১) যার মধ্যে পুরোনো উল্টো-পাল্টা সংস্কার থাকে না। যার মন ও বুদ্ধি স্মরণের যোগে শুদ্ধ হয়, জ্ঞানের ধারণাও তার ভাল হয়।
২) কেবলমাত্র পবিত্র বুদ্ধিতেই এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন ধারণ করা যায়।
৩) আহার যার একদম শুদ্ধ থাকে। আহারের পূর্বে বাবাকে নিবেদন করে তারপর তা গ্রহন করলে জ্ঞানের ধারণা সুন্দর ধারণ হয়।
এইভাবেই জ্ঞানকে ধারণ করতে করতে তোমরাও মুরলীধর হতে পারবে।

গীত :- মন চায় হৃদয় ভরে
. ডাকি তোমারে.....

ওঁম্ শান্তি! পরমাত্মাকে ডাকে আত্মারাই। কিন্তু তোমরা যদি কেবল আত্মা বলো, অন্যেরা তখন বলতে পারে আত্মা তো থাকে নির্বানধামে। সেই কারণেই বলা হয় "জীবাত্মা" "পরমাত্মাকে" ডাকে। পরমাত্মার বিষয়ে ভক্তদের মন-বুদ্ধি কত জায়গাতেই না ঘুরতে থাকে। যেহেতু জাগতিক লোকেরা এসবের বিষয়ে কিছুই জানে না। তারা ভাবে পরমাত্মা তো সর্বব্যাপী, তাই তাদের বুদ্ধিও নানা দিকে ভ্রমিত হতে থাকে। এই সর্বব্যাপী ধারণার জন্যই তারা এমনও বলে যে, সবকিছুতেই ভগবান রয়েছে। অথচ তারাই আবার ভগবানকে ডাকে, বুদ্ধিতে কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যও থাকে না। তাই পরমপিতা পরমাত্মার প্রতি বুদ্ধিও যায় না তাদের। এমন কি কোনও জীবাত্মার বুদ্ধিতে এটাও আসে না, তারা কেন ঐ জ্যোর্তিলিঙ্গকে স্মরণ করে ? আর কি বা প্রাপ্তি হয় তা থেকে, যে কারণে এত ভক্তিভরে তাকে স্মরণ করে ? স্মরণ তো তাকেই করা উচিত, যে খুব ভাল কিছু উপহার দেয়। তেমন উপহারে সমগ্র জীবনও তার কথা মনে থাকে। আর কেউ সামান্য কিছু উপহার দিলে, তা মনে থাকে অল্প সময়ের জন্য। ধরো, যে খুবই গরীব, তাকে যদি কেউ ঘর-বাড়ী বানিয়ে দেয়, কিম্বা কোনও কন্যাদায়গ্রস্থের কন্যার বিয়েতে সাহায্য করে, তখন সারা জীবন ধরে সে তাকে মনে রাখবে। এমন কি তার নাম, ধাম, চেহারা সবকিছুই মনে থাকবে। অন্যকেও বলবে, অমুকে আমার এই বাড়ী বানিয়ে দিয়েছে। তেমনি এখানেও তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছো, এই বাবাই তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানায়। লোকেদের তো না আছে আত্মা সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান, আর না আছে পরমাত্মার বিষয়ে কোনও জ্ঞান। "আত্মা"- যা সূক্ষ্ম থেকেও অতি সূক্ষ্ম, যাকে সেভাবে বোঝও যায় না। কখন বা সে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে, আর কখন বা বাইরে বেরিয়ে যায়। এসব বিষয়ও অতি সূক্ষ্ম বিষয়। তার সাক্ষ্যাৎকার হতে পারে কেবল দিব্য-দৃষ্টি দ্বারাই। লোকেরা যে ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলে, তারা সেই ব্রহ্মের কথাই বলে, যেখানে শুধুই আলো আর আলো, অথও আলোই দেখে তারা। তার মধ্যে ব্রহ্ম-তত্বের আলোর উজ্জ্বলতা অবশ্যই বেশী। কিন্তু পরমাত্মা তো আর তা নয়। মানুষেরা যেমনটা ভাবে। বাচ্চারা, পূর্বে তোমারাও সেই লিঙ্গ-রূপকেই ভাবতে। কিন্তু এখন তোমরা সঠিক

বুঝতে পারছো, আসলে তা দিব্য-জ্যোতির্বিন্দু তারার মতন। আত্মারও সেই একই রূপ। অন্য কিছু হতে পারে না। আত্মার মতন পরমাত্মাও তেমনি বিন্দুরূপ।

লক্ষ্মী-নারায়ণের এত মহিমা কেন, কি এত বিশেষত্ব আছে তাদের মধ্যে ? তাদের আত্মা ও শরীর উভয়ই সতোপ্রধান। কত সুন্দর, হর্ষিত-মুখ, উজ্জ্বল চেহারা! আত্মা অতি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম। তোমাদের তা বোঝানোও হয়, সেই আত্মাতেই যখন বিকারের ময়লা-আবর্জনার প্রলেপ পড়ে, তখন তার উজ্জ্বলতা কম হয়ে যায়। উজ্জ্বলতা কম বা বেশীর ব্যাপারটা খুব সূক্ষ্ম বিষয়। যাকে ক্ষুদ্র দীপকের মতন বলে উদাহরণ দিয়ে থাকি। আত্মা তার থেকেও ক্ষুদ্র এক তারার মতন। কারও যদি সাক্ষ্যাৎকারও হয় তবে তা হয় মুহূর্তের জন্য, এই দেখা হলো আবার অদৃশ্যও হয়ে গেল। বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবাকে স্মরণ করছো। স্বয়ং বাবাই তো ওনার রূপের বর্ণনা জানান। তোমরা এও জেনেছো, এই বাবা অর্থাৎ শিববাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্মগুলি ভস্ম হয়। যদিও অনেকেই তা করে, কিন্তু তারা তো বাবাকে জানতেই পারেনি এবং সেই স্মরণের পদ্ধতিটাও জানা নেই তাদের। না জানার কারণে তাদের বিকর্মগুলিও ভস্ম হয় না। তারা এটাও জানে না যে, যোগযুক্ত হতে পারলে তবেই বিকর্মাজীত হওয়া যায়। কি করলে কি ফল হয় এটাও তাদের জানা নেই। তাই বাবা তোমাদেরকে সেসব বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কিভাবে যোগযুক্ত হয়ে বিকর্মাজীত হতে হয়, কিভাবে ৫-বিকারের ময়লা-আবর্জনাগুলি ভস্ম হয়। এসবের ব্যাখ্যা জানার পর, তোমরা খুব খুশীতে স্মরণে যোগযুক্ত হতে পারো। জাগতিক লোকেরা তো এটাই জানে না যে, বাবাকে স্মরণ করতে পারলেই বিকর্ম বিনাশ হয়। আর বাবা এখন তোমাদেরকে সেই জ্ঞানই দিচ্ছেন। অন্যান্য লোকেরা তো অন্ধ-শ্রদ্ধার অন্ধকারেই নিমজ্জিত। অবশ্য তার দ্বারাও তারা ক্ষণিকের সুখ পেতে পারে।

পরমাত্মাকে এখানে ডাকা হয়। তোমরা কিন্তু জানো, ওঁনাকে ডাকার দরকারই নেই। অথচ যেখানে তারা পরমাত্মাকে চেনে না, জানে না, তবে তাকে ডাকবেই বা কিভাবে ? যাকে স্মরণ করা হয়, তার মাহাত্ম্যকে, বৃত্তি-পেশা, কর্ম-কর্তব্যকে এবং গুণগুলিকে তো অবশ্যই জানা দরকার। পরমাত্মার প্রকৃত পরিচয় জানা না থাকার কারণে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে কি কি না করেছে তারা - সেই বোধটাও নেই তাদের। এখন এখানে বসে বাবা তোমাদেরকে সেগুলিই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন। এমন কি গীতের মাধ্যমেও জানানো হয়- বাবা, তুমি এসো, এসে আমাদেরকে তোমার প্রকৃত জ্ঞানে শিক্ষিত কর, যা জেনে আমরাও যেন আবার তা অন্যদের শোনাতে পারি। ভক্তি-মার্গের অজ্ঞানী শাস্ত্রকারদের তৈরী করা গীতা-শাস্ত্রে সত্যের পরিমাণ এতই কম যে, তা যেন আটাতে এক-চিমটি নুন মেশানো হয়েছে মাত্র। ঠিক একই ভাবে ভক্তি-মার্গের গানগুলিতেও অল্প কিছু সত্যও আছে। যদিও গীতগুলিতে বাবার মহিমাই করা হয়েছো, যার মাধ্যমে বাবাকে আসার আহ্বাহন করা হয়, বলা হয়, তুমি এসে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান শোনাও, যা শুনে আমরাও যেন আবার তা অন্যদেরকেও শোনাতে পারি। বাবা, তুমি এসে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাও যাতে আমরাও মুরলীধরের মতন হতে পারি। যে কারণে মুরলীধরকে জ্ঞানী আত্মা বলা হয়। বাচ্চারা, তোমারা তো জানো, তোমাদের এই বাবা হলেন নিরাকার। কিন্তু উনি আসেন কি ভাবে ? বাচ্চারা, এখন তোমরা তা বুঝতে পারো, আত্মারা আসে পরমধাম থেকেই। প্রথমে প্রবেশ করতে হয় মাতৃ-গর্ভে। জীব আত্মারা সবাই সেই বাবাকেই স্মরণ করে। যদিও তারা সেই বাবার বৃত্তি-পেশা, কর্ম-কর্তব্য কিছুই জানে না। তাই তারা বোকার মতন ডাকতেই থাকে। কিন্তু যতই তোমরা ডাকো না কেন, তাতেও যে বাবা আসবেন না। বাবা জানাচ্ছেন- উনি আসেন ওনার নির্দিষ্ট সময় অনুসারে, অর্থাৎ যখন সঙ্গমযুগ শুরু হয়, তখন। কিন্তু

সঙ্গমযুগ শুরু হয় কখন ? যখন ঘোর রাত্রির অবসান ঘটিয়ে প্রত্যুষের আলো ফোটার অপেক্ষায় - এর মধ্যবর্তী সময়কাল। সঙ্গমযুগের সাথে সাথেই বাবাও এসে হাজির হন। আর এই সঙ্গমযুগেই বাবা বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে প্রকৃত জ্ঞানের পাঠ পড়ান। আর এসব কথা একমাত্র তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই তা ভালই জানো। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন, তিনি এখানে আসেন কিভাবে। তিনি হলেন নিরাকার। যে কথা কেউ কখনও ভেবেও দেখে না। গত কল্পে যদি উনি কলিযুগের শেষে এসে থাকেন, তবে এই কল্পেও তো সেই কলিযুগের শেষেই আসতে হবে ওনাকে। প্রতি কল্পেই এমন কলিযুগের শেষ এবং সত্যযুগ শুরুর পূর্ব মুহূর্ত অর্থাৎ সঙ্গমযুগেই আসতে হয় ওনাকে। উনি যখন আসেন, তবে তো নিশ্চয় কিছু কর্ম-কর্তব্যও করার উদ্দেশ্যেই আসেন উনি। -তা হলো, এই সৃষ্টি-জগতকে পবিত্র বানাতে আসন উনি। একথা বলাও হয়, উনি আসেন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করাতে। কিন্তু উনি আসেন কি ভাবে, তা কেউই জানে না।

বাবা এসে প্রথমেই প্রজার রচনা করেন। তারপর রাজযোগের শিক্ষা দেন। কিন্তু কাদের তিনি সেই রাজযোগ শেখাবেন ? - যারা সত্যযুগের দেবতা বর্ণের হবে। অবশ্য তার পূর্বে হবে ব্রাহ্মণ বর্ণের। এই কারণেই ওনাকে অবশ্যই ব্রহ্মার শরীরকে আধার করে সেই ব্রাহ্মণ বর্ণের রচনা করতে হবে। ব্রহ্মাকেই তো প্রজাপিতা বলা হয়। কিন্তু এই ব্রহ্মা তবে আসেন কোথা থেকে ? উনি কি তবে নীচে নেমে আসেন সেই সূক্ষ্ম-বতন (লোক) থেকে ? যেমন বিষ্ণুর অবতরণকে দেখানো হয়, গরুর পক্ষীতে আসীন হয়ে উড়তে উড়তে উপর থেকে নীচে নেমে আসছে। কিন্তু এখানে তো বিষ্ণু আসতেই পারে না। বিষ্ণু তো আর একটা রূপ নয়, বিষ্ণুর রূপ দুটি, লক্ষ্মী আর নারায়ণ। ওনাদেরও এই উন্নত পদের প্রাপ্তি হয়, এই জ্ঞান-পাঠের দ্বারাই। এই বিষ্ণু যিনি পালন কর্তা ওনারই দ্বৈত ভূমিকা, লক্ষ্মী এবং নারায়ণ। কিন্তু এমনটা মোটেই নয় যে, গরুর পক্ষীতে আসীন হয়ে নীচে নেমে আসছেন উনি। এছাড়া লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মারা একত্রে একই সময়ে আসেন না এখানে। প্রথমে আসবে নারায়ণের আত্মা, তারপরে আসে লক্ষ্মীর আত্মা। তাদের স্বয়ংবর হবার পরেই সেই যুগল রূপকে বিষ্ণু বলা হয়। রাধা আর কৃষ্ণ এই দুই রূপের একত্রিত যুগল রূপই হলো বিষ্ণু-রূপ। এক বিষ্ণুরই দুই রূপ। তাদের শৈশব-কালও দেখানো উচিত। কিন্তু, লোকেরা তো এসবের কিছুই জানে না। এখন বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, যিনি প্রথম নম্বর, তিনি যখন ওনার (ব্রহ্মা) ৮৪-জন্ম পুরো করেন, তখন বাবাকে এসে ওনার মধ্যেই প্রবেশ করতে হয়, আবারও ওনাকে প্রথম নম্বরের বানাবার জন্য। আর সেই আত্মাও ওনার ৮৪-জন্ম কর্মের ফল ভোগ করতে করতে বৃদ্ধাবস্থাতেই এসে পৌঁছবেন অবশ্যই। এই কারণেই ওনার নাম রাখা হয় ব্রহ্মা। তাই বাবা ওনারই শরীরে প্রবেশ করেন।

মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো, বাবা কবে, কখন এবং কিভাবে এই মনুষ্য-সৃষ্টির এই রচনা করেন । এসবের জ্ঞান যা কোনও মানুষের থাকতেই পারে না। মানুষেরা কেউ কোনও ভাল কিছুর আবিস্কার করতে পারলে, প্রথমে তারা শাসক সরকারের কাছে যায়। তারপর সরকারও তাকে সাহায্য করে তার উন্নতি ও বৃদ্ধিতে। এই জ্ঞানের পাঠও তেমনি। শুরুতে বাবা এসে ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকেই প্রকৃত-জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। শুরুতে ওনার বুদ্ধিতে উনিও তা অল্প-অল্পই বুঝতে পারতেন, ধীরে-ধীরে ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেতে থাকল। কত গুহ্য রহস্যের কথাগুলিই না জানতে পারছো তোমরা! শুরুতে যে জ্ঞান খুবই হাল্কা ধরণের ছিল, তার মর্মার্থ এখন গভীর থেকেও গভীরতম রূপে পাচ্ছো তোমরা। কিন্তু তার ধারণা ও ধারণ ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত

আত্মার পূর্বের উল্টো-পাল্টা সংস্কারগুলিকে মুছে ফেলা যায়, যেগুলির প্রলেপ পড়েছে ভক্তি-মার্গে। একমাত্র যোগযুক্ত হতে পারলেই সেই বিকর্মগুলি যেমন বিনাশ হতে থাকে তেমনি বুদ্ধিরও শুদ্ধি হতে থাকে। প্রথম দিকে সামান্য জ্ঞান শোনাতেই কত সুন্দর নেশার ঘোর চড়তে থাকে তোমাদের, তাই তো তোমরা এমন ভাবে দৌড়ে দৌড়ে আসতে থাকো প্রকৃত জ্ঞনের উদ্দেশ্যে। যদিও এরই মধ্যে আবার কেউ কেউ তা ছেড়ে চলেও যায়। যেহেতু মায়া তাদেরকে হয়রাণ করতে থাকে। কিন্তু তোমরা তো এখন ব্রহ্মা-বাচ্চার বাচ্চা হয়ে ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী হয়েছো। যা অন্যদেরকেও তেমনি ভাবে বোঝাতে হবে। তা না হলে লোকেদের মধ্যে অযথা ভীতি আসবে। বাবাকে তো এই ব্রহ্মার শরীরকেই আধার বানাতে হবে। যেহেতু একমাত্র ইনিই সেই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বৃদ্ধ। ছোট কোনও বাচ্চার মধ্যে প্রবেশ করলে, সে তো আর তা পারবে না। বাবা জানাচ্ছেন, তাই উনি এসে ব্রহ্মার এই শরীরকেই আধার বানান, যেহেতু অনেক জন্মের শেষে এটাই ওনার অন্তিম জন্ম। এছাড়াও ইনি যেমন অনেক শাস্ত্র অধ্যায়ন করেছেন তেমনি আবার অনেক গুরুর সঙ্গও করেছেন। তাই উনি এত অনুভবী ও অভিজ্ঞ। বাবা আরও জানাচ্ছেন, উনি তার শরীরেই প্রবেশ করেন যার বাণপ্রস্থ অবস্থা। কারণ শাস্ত্র ইত্যাদির বিষয়গুলিকে তবেই তো সে অন্যদেরকে সঠিক ধারায় বোঝাতে পারবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন খুব ভালভাবেই তা অনুধাবন করেছো বাবা আসেন কি প্রকারে আর এসে কিভাবে সাধারণ মানুষকে দেবতা বানান। অর্থাৎ পুরোনো দুনিয়াকে নতুন বানান। উনি আবারও তোমাদের নতুন করে গড়ে তুলছেন। এই পুরোনো শরীর ধারণ করেই রাজযোগ শিখে তার দ্বারা আবারও তোমরা সত্যযুগে প্রবেশ করে নতুন কাঞ্চন কায়া পাবে। তখন তো তোমাদেরকেই দেবী-দেবতা বলা হবে। সেখানে কোনও মায়ার অবস্থান নেই। এভাবেই তোমরা অন্যদেরকেও তা বোঝাতে পারো, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা প্রকৃত অর্থে কি!

ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপিতা, একথা সবাই মানে। লোকেরা তো এটাও বিশ্বাস করে, ভগবান তার রচনা রচিত করেন আদিদেব অ্যাডম এবং বিবি (ব্রহ্মা ও সরস্বতী) দ্বারাই। গীতাতে একথার উল্লেখ আছে, একমাত্র শিববাবা-ই পারেন রাজাদেরও রাজা বানাতে, শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাতে। একমাত্র তিনিই পারেন এই জ্ঞান-অমৃত খাইয়ে অসুর থেকে দেবতায় পরিণত করতে। যদিও এসব লেখা আছে শাস্ত্রগুলিতে, কিন্তু প্রথমে উনি শূদ্র-বর্ণ থেকে ব্রাহ্মণ-বর্ণ বানান। তোমরাও সেভাবেই বোঝাতে পারো, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরাই হলে সেই ব্রাহ্মণ বর্ণের। আর সেই ব্রাহ্মণ প্রজাদের পিতা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বাস্তবে তোমরাই সেই ব্রহ্মারই সন্তান। আর ব্রাহ্মণদের আবির্ভাব শুরু হয় এই সঙ্গমযুগেই। তোমরা ব্রাহ্মণেরা সেই জ্ঞানের পাঠ পড়ো ব্রহ্মার মাধ্যমে। তোমরা ব্রাহ্মণেরাই শিববাবার এই বিশাল রুদ্র-যজ্ঞের রক্ষক। যে রুদ্র-যজ্ঞে তোমরা তোমাদের বিকর্মগুলিকে আহুতি দাও। যজ্ঞেই তো সবকিছু স্বাহা করা হয় - তাই না ? অতএব এই রুদ্র-জ্ঞান-যজ্ঞে তোমরা যেন নতুন করে আর কোনও প্রকারের ময়লা-আবর্জনা দিও না, কেবল নিজের পুরোনো পাপগুলিকেই স্বাহা করবে। এই রুদ্র-যজ্ঞে কোনও আগুন জ্বালাবার প্রয়োজন পড়ে না। আর না তো তোমাদের কোনও আওয়াজ বা শব্দ করতে হয়। জাগতিক যজ্ঞগুলিতে তো কত ভাবেই কত আওয়াজ করা হয় - স্বাহা, স্বাহা করে জোরে জোরে .... মন্ত্রও উচ্চারণ করতে হয়। আর বি.কে.-দের তো কেবল যোগে বসে যোগযুক্ত হতে হয়। কোনও আওয়াজও হয় না তোমাদের এই যজ্ঞে। একেবারে চুপ-চাপ শান্ত অবস্থা। অথচ,,এই যোগ অগ্নিতেই পাপ ভস্ম হয়। এই রুদ্র-জ্ঞান-যজ্ঞের যোগ অগ্নিতে আমরা আমাদের ৫-বিকারকে স্বাহা করতে পারি, যার ফলে পাপও ভস্ম হয়ে যায়।

সরস্বতীকে ব্রহ্মার কন্যা বলা হয়। তাকে আবার জগৎ অম্বাও বলা হয়। যেহেতু উনি সাবার আকাঙ্খা-বাসনা পূর্ণ করেন। এই অম্বাই পরবর্তীতে লক্ষ্মীর রূপ হন।

বাচ্চারা, তোমাদেরকে পয়েন্টস্ তো অনেক কিছুই বোঝানো হয়। কিন্তু সেগুলির প্রতি যথেষ্ট ধারণাও হওয়া চাই। সঠিক ধারণা একমাত্র তখনই হতে পারে, যদি যোগের দ্বারা নিজেদের বিকর্মগুলিকে ভস্ম করতে থাকো। বুদ্ধি পবিত্র না হলে, এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন টেঁকেও না বুদ্ধিতে। তোমাদের তো একথাও বোঝানো হয়েছে, প্রথমে বাবাকে ভোগ লাগিয়ে, তারপরে তা খাওয়া উচিত। যেহেতু এসব কিছুই যে ওনারই দেওয়া। তাই প্রথমে ওনাকে স্মরণ করে, ভোগ লাগানো উচিত, তারপর ওনাকে আহ্বান করা উচিত। এরপর ওনাকেই সাথে নিয়ে একসাথে মিলে খাওয়া উচিত। বাবা সম্পূর্ণ পবিত্র, আর আমরা হলাম অপবিত্র (ভীলনিয়া =ভীল নারীদের মতন অপবিত্র)। আমরা যখন বাবাকে স্মরণ করতে বসি, তখন কি বাবাও আমাদের সাথে বসে থাকেন ? - যেখানে আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র বলতে পারি না ? তিনি কি আমাদের মতন ভীলনিয়াদের সাথে বসে খেতে পারেন ? তাই বাবা কেবল সেই ভোজনের ঘ্রাণটুকুই মাত্র নেন তৎসহ অর্পণ কারীর মনের ভাবটিকে । ঘ্রাণ নেওয়া মানে তো আর খাওয়া হলো না। তার সুগন্ধ নেন মাত্র। কিন্তু হ্যাঁ, কেউ যদি ৭৫% (শতাংশ) ধারণা ধারণকারী খুব ভাল বাচ্চা ভোজন বানিয়ে বাবাকে সেই ভোজন নিবেদন করে, তবে সেক্ষেত্রে তাকে তার সেই বাসনা পূর্ণের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে, যেহেতু এই বাবা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ। আমাদের মতন পতিতদের সাথে উনিও ভোজন করবেন, এটা যে সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত। হয়ত বা উনি কেবল ঘ্রাণটুকুই নেবেন ? -উত্তরে বাবা বলেন, উনি সেই ঘ্রাণটুকুও বা কেন নিতে যাবেন, যেখানে উনি নিষ্কামী। তাই ঐ ঘ্রাণটুকুও নেবার কামনা পর্যন্ত ওনার আসে না। যেখানে উনি ১০০%(শতাংশ) অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কামী। ভোগ যা নিবেদন করা হয়, তা তো উপরে যায়। সেখানে বহুরূপে অবস্থান করেন একজন, যিনি তা দেবতাদের খাইয়ে দেন। যেহেতু দেবতাদেরও আগ্রহ ব্রহ্মাভোজনে। তাই বাবা-মাম্মা এবং দেবতাদের আত্মারা উপর থেকে এসে সেখানে বসে তা ভোজনও করেন। আর তারা তা গ্রহন করেন কেবল তখনি যখন তা সম্পূর্ণ রুচিসম্মতভাবে কোনও যোগীর দ্বারা রান্না করা হয়। দেবতারাও এই ব্রহ্মা-ভোজনের মহিমা করেন। বাবা আবার জানাচ্ছেন, তিনি আসেন বাচ্চাদের সেবার জন্য, সম্পূর্ণ নিষ্কাম রূপে। ভক্তরা যতই ৩৬-প্রকারের বা ১০৮ প্রকারেরই ভোগ নিবেদন করুক না কেন, ভক্তরাই তা নিবেদন করে এবং নিজেরাই তা ভাগ করে খায়। ভগবান সেখানে নিষ্কামী। তবুও তাকে তা নিবেদন করতে হয়। বড়-বড় রাজা-মহারাজারা কখনই কোনও জিনিস নিজের হাতে নেয় না। যদিও তাদের মধ্যেও আবার নানা ধরণের হয়। কেউ কেউ আবার তা নিয়েও নেয়। এই ব্রহ্মাবাবা তা জানেন, যেহেতু এনারও অনেক বড়-বড় রাজা-মহারাজাদের সাথে যোগাযোগ ছিল। আমরাও তেমনি বাবার প্রতিই ভোগ নিবেদন করি। আমাদের কামনা থাকে আমরা যেন বাবার থেকে বিশ্বের মালিকানার রাজত্ব পেতে পারি। বাবা তো হলেনই দীনবন্ধু-কৃপাসিন্ধু দাতা। যদিও এসব অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের কথাবার্তা। আসলে ভোগ কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় না। এখানে বসেই সেই বৈকুন্ঠের সাক্ষ্যাৎকার হয়। তখন মনে হয় যেন এই জগৎ থেকেই হারিয়ে গেছি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যদিও বাবা নিষ্কামী (অভোক্তা), তবুও ভোজনকে ভোগ নিবেদন করতে হবে অবশ্যই। খুব শুদ্ধতার সাথে ভোজন বানিয়ে বাবার সাথে বসেই ভোজন খেতে হবে।

২) শিববাবার এই রুদ্র-যজ্ঞে যোগবলের দ্বারা নিজের পাপগুলিকে ভস্ম করতে হবে। কোনও প্রকার শব্দের মধ্যে না গিয়ে চুপ-চাপ শান্ত থাকতে হবে। বুদ্ধিকে যোগবলের দ্বারা পবিত্র বানাতে হবে।

বরদান :- অথরিটির (অধিকারীর) আসনে স্থিত থেকে সহজযোগী জীবনের অনুভব করতে পেরে মহান আত্মা হও

বিস্তার :- স্পীকার যেমন তার আসনে সহজেই বসতে পারে, তেমনই সর্ব অনুভব অথরিটির আসন নিতে হবে। অথরিটির আসনে সদা স্থিত থাকতে পারলে তবেই তুমি সহজযোগী, সদা কালের যোগী, স্বতঃ যোগী হতে পারবে। এমন অথরিরিটিধারীর সামনে মায়া তোমাকে নত করার বদলে নিজেই নত হয়ে যায়। যেমনি হদের অথরিটিধারী বিশেষ ব্যক্তিদের সামনে সবাই নত হয়ে যায়। অথরিটির মহানতাই সবাইকে নত করায়। তেমনি তোমার মতন মহান আত্মারা অনুভবের অথরিটিতে থাকতে পারলে, স্বতঃতই সবাই নত হবে।

স্লোগান :- সদা নিজে খুশী থেকে, খুশীর সম্পদ বিলিয়ে অন্যদের মধ্যেও খুশীর হিল্লোল ছড়িয়ে দেওয়াই শ্রেষ্ট সেবা।